দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 08 FEB 1994
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

17

উন্নয়ন প্রকল্পের শিক্ষা খাতের টাকা আত্মসাৎ

চান্দনাইশ থানার জোয়ারা ইউপি চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে তিনটি প্রকল্পের ৬০ হাজার টাকা আত্মসাতের অভিযোগে মামলা দায়ের করা হইয়াছে। নাটোর সদর থানার প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের বিরুদ্ধে ২৯ টাকা আত্মসাতের লিখিত অভিযোগ করা হইয়াছে। খবর ইত্তেফাকের স্থানীয় সংবাদদাতাদের।

দোহাজারী (চট্টগ্রাম)॥ চট্টগ্রাম জেলা দুর্নীতি দমন বিভাগ চন্দনাইশ থানার জোয়ারা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে তিনটি উন্নয়ন প্রকল্পের প্রায় ৬০ হাজার টাকা আত্মসাতের অভিযোগে ২৯শে ডিসেম্বর তিনটি মামলা দায়ের করিয়াছে।

জানা গিয়াছে, ১৯৮৬-৮৭ অর্থ বছরে চন্দনাইশ থানার তিনটি উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য মোট এক লক্ষ ৬০ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়। তন্মধ্যে জোয়ারা আজাহার সোবহান প্রাথমিক বিদ্যালয় মেরামত প্রকল্পের জন্য বরাদ্দকৃত ৪০ হাজার টাকার মধ্যে ২০ হাজার, বদলারহাট কসাইখানা নির্মাণ প্রকল্পের ৫০ হাজার টাকার মধ্যে ২৫ হাজার এবং কুলাল পাড়া মৃৎ শিল্প এলাকায় নর্দমা নির্মাণ প্রকল্পের ৩০ হাজার টাকার মধ্যে ১৫ হাজার মোট ৬০ হাজার টাকা প্রকল্প সভাপতি ও ইউপি চেয়ারম্যান আবদুল জব্বার অগ্রিম উঠাইয়া নেন এবং কোন

(৯ম পৃঃ দ্রঃ)

উন্নয়ন প্রকল্পের

(৩য় পৃঃ পর)

কাজ না করিয়া সমুদয় টাকা আত্মসাৎ করেন।

চন্দনাইশ থানার সহকারী কমিশনার (অর্থ) তাগাদাপত্র দেওয়ার পরও চেয়ারম্যান প্রকল্পগুলির কোন হিসাব দাখিল না করায় তিনি বিষয়টি দুর্নীতি দমন বিভাগকে অবহিত করেন। চট্টগ্রাম জেলা দুর্নীতি দমন ব্যুরো বিষয়টি তদন্ত করে এবং কাজ না করিয়া ৬০ হাজার টাকা আত্মসাতের অভিযোগে প্রকল্প চেয়ারম্যান আবদুল জাব্বারের বিরুদ্ধে চন্দনাইশ থানায় তিনটি পৃথক মামলা দায়ের করে।

নাটোর: সদর থানা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। শিক্ষা বিভাগের উপ-পরিচালকের নিকট প্রেরিত লিখিত অভিযোগ হইতে জানা যায়, নাটোর সদর থানা শিক্ষা অফিসার সাধারণ শিক্ষকদের শ্রান্তি বিনোদন ভাতা হইতে দুইশত টাকা করিয়া মোট ২৯ হাজার টাকা আত্মসাৎ করিয়াছেন। থানার ১৯৬ জন শিক্ষকের মধ্যে ১৪৫ জনের জন্য শ্রান্তি বিনোদন ভাতা বরাদ্দ হয়। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভাতা পাইবার জন্য শিক্ষকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়। এই সুযোগে থানা শিক্ষা অফিসার প্রত্যেকের নিকট হইতে দুইশত টাকা করিয়া আদায় করেন। ভাতার টাকা চেকে প্রদান না করিয়া অবৈধভাবে তিনি নগদ উত্তোলন করিয়া শিক্ষকদের মধ্যে বিতরণ করেন। ইহাছাড়া তিনি বেশ কিছু ভুয়া ভ্রমণ ভাতা তৈরি করিয়াও টাকা উঠান। তিনি কোন কারণ ছাড়াই এবং মেয়াদ পূর্তির পূর্বেই সাধারণ শিক্ষকদের হয়রানিমূলক বদলি করিয়া অর্থ আদায় করেন। এ ব্যাপারে থানা শিক্ষা অফিসার আবদুল কাদের জানান, অভিযোগগুলি সত্য নয়। তিনি অবশ্য শ্রান্তি বিনোদন ভাতার টাকা নগদ তুলিয়া বিতরণের কথা স্বীকার করেন।